দৈনিক ইনকিলাব

26 JAN 1969
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ৫

021

জনসংযোগে গ্রন্থাগার

—উৎপল কুমার সরকার

গ্রন্থাগারকে যদি গড়ে উঠতে হয়, তবে তাকে যে কোন সমাজের সমসাময়িক প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখেই গড়ে উঠতে হবে। আজকের পৃথিবীতে সমৃদ্ধ ও সুসংস্কৃত সমাজ গড়ে উঠার মূলে যে গ্রন্থাগারের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। গ্রন্থাগারের যদি সামাজিক চাহিদা না থাকে তবে যে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় তাই নয় যে আশা ও বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠেছে গ্রন্থাগার বিদ্যার দর্শন তার মূল ভিত্তিভূমিই নড়ে উঠে।

আজকের দিনে যেখানে সারা পৃথিবীতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত, গণতন্ত্রে প্রতিটি মানুষের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত, ব্যক্তি নির্বিশেষে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত নেই, সেখানে স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক কেউ বঞ্চিত থাকবে এ কথা ভাবা যায় না। যে দেশের লোকসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশও অশিক্ষিত অবহেলিত থাকে সে দেশ সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে জীবন ধারণের মানে অন্যান্য দেশের সংগে পাল্লা দিতে পারে না, পিছিয়ে পড়ে থাকে। এই অনগ্রসরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারই ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগারই সমাজ শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র, সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। সাধারণ গ্রন্থাগারই জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয়। তাই কেহ যদি গ্রন্থাগারে না আসে গ্রন্থাগারকেই জনসাধারণের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার প্রধানতম প্রতিষ্ঠান হোল গ্রন্থাগার। সমগ্র দেশের নানা প্রকার বিদ্যায়তনের সঙ্গেই যে গ্রন্থাগারের আন্তরিক যোগাযোগ আছে কিংবা তার প্রয়োজনীয়তা আছে তা নয়, এ দেশের নিরক্ষর অধিবাসীদের কল্যাণে ও একটি সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গরূপে দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন এই বোধ আমাদের আজকের সমাজে যথেষ্ট অল্প এমনটি আশংকা করার সঙ্গত কারণ এ দেশীয় বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত আছে— এই যে জনচেতনার অভাব এটি গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক তো বটেই এমনকি একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বহু গ্রন্থাগারের অপমৃত্যুরও কারণ।

বিংশ শতাব্দীতে দুনিয়ার সর্বত্রই গ্রন্থাগার জনসাধারণের সম্পত্তি— গ্রন্থাগারের কাছ থেকে কি সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এটা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত। সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলকে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তক ও অন্যান্য সামগ্রী প্রয়োজনে শুধু সরবরাহ করাই নয়, গ্রন্থাগারের প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করা এবং তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে সর্বতোভাবে সাহায্য করাও গ্রন্থাগারিকের অন্যতম কর্তব্য। দৈনন্দিন জীবনে গ্রন্থাগার কি অমূল্য সাহায্য গৃহিণী থেকে ব্যবসায়ী, বিশেষজ্ঞ সকলকে সমভাবে করতে পারে তার জন্যও বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন, প্রেষণের প্রয়োজন। আমাদের মত উন্নতকামী অথচ নিরক্ষর, সদ্য স্বাক্ষর, আধা-শিক্ষিত, শিক্ষিত প্রমুখ সুবিপুল জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগারেরও বিজ্ঞাপন দানের বা বিজ্ঞাপিত হবার সবিশেষ প্রয়োজন আছে।

বই-এর যথোপযুক্ত ব্যবহার যাতে হয় এবং কোন বিশেষ প্রসঙ্গ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যাতে পাঠক পেতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হয়। এ নজর রাখার অন্যতম অঙ্গ গ্রন্থসম্পদের কথা সকলকে জানানো। তথ্য সরবরাহের আনুষঙ্গিক ক্রীয়াকলাপ হিসেবে প্রচার, প্রসার এবং বিজ্ঞাপনের যাবতীয় উপকরণ ও প্রকল্প নিয়েই গ্রন্থাগারিকের জনসংযোগ।

অথচ প্রবৃত্তি আছে, কিংবা একেবারেই অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ, তাদেরও জ্ঞানের বা শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হয়। দায়িত্বটা এড়াবার নয়। এই জন্য কোনো এক ধরনের প্রয়াস প্রয়োজন। এই প্রয়াসকে বলতে পারি প্রচার।

প্রচারের মাধ্যমে দেশবাসীকে গ্রন্থাগার সচেতন এবং গ্রন্থপাঠে আগ্রহী করে তুলতে পারা যায়। স্বাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলের জন্য সমাবেশ, বক্তৃতা, বেতার ভাষণ, দেওয়াল চিত্র বা আলোকচিত্রাদি প্রদর্শন, বিবিধ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ইত্যাদি এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। কাজটা গ্রন্থাগারিক বা শিক্ষাবিদ সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। শিক্ষা প্রসারই এর উদ্দেশ্য।

আধুনিক যুগে বেতার যন্ত্রের সাহায্য খুব বেশী নেয়া হয়। বেতার প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান আরও দেশপোযোগী ও যুগোপযোগী করে আমাদের গ্রন্থাগারের কাজে লাগানো যেতে পারে। জ্ঞানী, গুণী এবং বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের সারগর্ভ বক্তৃতাবলী, গ্রন্থাগার পরিকল্পিত ও পরিচালিত নানাবিধ অনুষ্ঠানে, বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত হতে পারে। গ্রন্থাগারিকদের সহযোগিতায় যদি কিছু অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করা হয়, তাহলে কেবল যে গ্রন্থাগার এক গ্রন্থ বিষয়ে সকলে উৎসুক ওয়াকিবহাল হতে পারে তাই নয়, জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং সমাজ বিন্যাস ও দেশ বিষয়ক বিভিন্ন দিকে তাদের চেতনা বিস্তৃত হতে পারে। স্কুল, কলেজের স্তর থেকে স্বাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলেরই উপকারে লাগে।

বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানাদির পরিকল্পনা করা যেতে পারে। যেমন ছোটদের জন্য চিত্রসহযোগে গল্প বা বক্তৃতা, বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি, ইতিহাস, জীবনী, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলা ও সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। অর্থাৎ সমাজের যাবতীয় পরিচর্যার ব্যাপারে গ্রন্থাগারের কিছু না কিছু করণীয় থাকে। সেটাই গ্রন্থাগারের প্রকৃত প্রচারের কাজ। তবে যে বিষয়ে মতানৈক্য হবার সম্ভাবনা আছে, মন এ বিষয় সচরাচর বাদ দেয়া উচিত। যেমন ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি।

যখনই গ্রন্থাগারে কোন বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয় সচরাচর তখন সেই বিষয়ে যত বই গ্রন্থাগারে আছে তাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অনেক সময় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বই-এর উপর নজর রেখে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়; এতে গ্রন্থাগারের ঐ সব বইয়ের ব্যবহার বাড়ে। বক্তৃতা সংক্রান্ত বিষয়ের বইগুলোও আলাদা করে এমনভাবে রাখা হয় যে, যাহাতে সেইসব বই সহজেই কোন পাঠকের নজর পড়ে। এসব বক্তৃতা অন্যত্র না হইয়া গ্রন্থাগার ভবনে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, ইহাতে গ্রন্থাগারে সমাগম বাড়ে এবং সাধারণ লোকও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন হয়।

গ্রন্থাগারের প্রচার, প্রসার শিক্ষা, সংস্কৃতিরই প্রচার প্রসার।

গ্রন্থাগারের প্রচারের ধারা কোন ছক বেঁধে দেওয়া যায় না, স্থানীয় অবস্থা বুঝে গ্রন্থাগারিককে এই ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রন্থাগারিক যেমন গ্রন্থাগার বিদ্যার শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তেমনি কাজ করতে এসে সামাজিক পটভূমিকা স্থানীয় ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে তাকে অবহিত হতে হবে। জনসাধারণের প্রকৃত প্রয়োজনটিও তাকে অনুধাবন করতে হবে। বিশিষ্ট গ্রন্থাগারবিদ রঙ্গনাথন কৃত তৃতীয় নীতির প্রতিটি পুস্তকের জন্য পাঠক বিশেষ করে এই নীতির উপর নির্ভর করে গ্রন্থাগারিককে তার গ্রন্থ সম্পদের কথা প্রত্যেকের গোচরীভূত করতে হয়। কিন্তু গ্রন্থাগারিক যদি তার দৈনন্দিন রুটিন কাজ এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কলা-কৌশল নিয়েই শুধু নিজেকে ব্যস্ত রাখেন এবং জনসাধারণের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কচ্যুত হন, তবে গ্রন্থাগার তার মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়।

যারা জানে কি পড়তে হবে, কোন বিষয়টি কোথায় মিলবে গ্রন্থাগারের ধরন-গরন কী রকম, তারা এমনিতেই আসে সন্দেহ নেই। তবুও তাদের কাছেও গ্রন্থাগারের সম্পদ বা বৈশিষ্ট্য বা নতুন সংযোজন ইত্যাদি বিজ্ঞাপন পৌঁছে দিতে হয়। আর যারা জানে না অথচ জানতে চায় কিংবা হয়তো বা জানবার তেমন উৎসাহ নেই

কোন একটি বিষয়ে কি কি বই পড়া যেতে পারে, কি বই গ্রন্থাগারে আছে, কোন বই-এ একটি বিশেষ বিষয় ভালভাবে আলোচিত হয়েছে, এই জাতীয় বিবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেক গ্রন্থাগারিককে দিতে হয়। এই প্রশ্নের আদান-প্রদান হতেই একটি ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে উঠে আর এই ব্যক্তিগত যোগাযোগের উপরই সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে গ্রন্থাগারের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও দরদ। গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করার ও পাঠক সংখ্যা বাড়ানোর ইহা একটি মস্ত বড় উপাদান।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা খুব একটা বিস্তৃত নয়। তাই জনসংখ্যার একটা বিপুল অংশ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে গ্রন্থাগারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই গ্রন্থাগারকে সকলের কাছে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বড় বড় গ্রন্থাগারের এজন্য একটি করে ভ্রাম্যমাণ শাখা থাকা উচিত, গ্রামে গ্রামে বই ভরা গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে পাঠকের হাতে বই তুলে দেয়া-নেয়া যার কাজ। এর ফলে সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে যেমন যোগাযোগ রাখা যায়, সকলের আগ্রহ বাড়ে, তেমনি উপকারও হয়।

গ্রন্থাগারের সংগ্রহ এবং নতুন সংযোজন প্রচারের জন্য গ্রন্থাগার বুলেটিন প্রকাশ করা উচিত। এতে পাঠক যেমন চাহিদার খোরাক নির্ধারণ করতে পারে তেমনি আগ্রহ বাড়ে। বুলেটিনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক কোন মনীষীর জন্মবার্ষিকী বা ঐতিহাসিক কোন ঘটনার উপলক্ষে তার লেখা বা সংগৃহীত বইয়ের সংখ্যা জাহির করতে পারে। এমন অনেক বই থাকে, যাহার অস্তিত্ব হয়ত অনেক পাঠকের অগোচর কিংবা ক্যাটালগ ঘাটিলেও সেই সব পুস্তকের বা লেখকের নাম পাঠকের মনে কোন উৎসুক জাগাইয়া তোলে না। কিন্তু চিত্তহারি কোন শিরোনাম দিয়ে বই সাজিয়ে প্রচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে পাঠকের মনে অনুসন্ধিৎসা ভাব জাগে এবং অনেক অব্যবহৃত বইয়ের ব্যবহারও বেড়ে যায়। এইভাবে নানাবিধ বইয়ের পরিচয় দিয়ে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করা এবং পড়িবার একটা আগ্রহ বা চাহিদা

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক ইনকিলাব

26 JAN 1969
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

জনসংযোগে গ্রন্থাগার

৬-এর পাতার পর

সৃষ্টি করা যায়।

প্রচারের নিবিড়তর কাজ গ্রন্থাগারের ভিতরে। এই কাজের মধ্যে আছে নতুন বই-এর বিজ্ঞপ্তি ও পুস্তক প্রদর্শনী গ্রন্থাগারের নানান স্থানে সাময়িকী বা রেফারেন্স পুস্তকাদির আকর্ষণীয় সজ্জা, রেকর্ড, ফটো, ছবি প্রভৃতি শিল্প সামগ্রীর সংগ্রহ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা, পাঠচক্র ও আলোচনা সভার আয়োজন। এছাড়াও গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে পাঠপোযোগী স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা রাখা উচিত। যাতে এর সজিবতা ও পরিবেশ পাঠকের মনকে আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করে। শুধুমাত্র প্রদর্শনী ও সাজ-সজ্জাই নয়, গ্রন্থাগারের প্রতিটি নোটিশ বা নির্দেশনামা, বিন্যাস, পত্রাকাধার অর্থাৎ গ্রন্থাগারের প্রতি দৃষ্টিদানকারী অথবা গ্রন্থবিশ্লেষণ যাবতীয় সরঞ্জাম ও প্রচেষ্টাই কোন না কোনভাবে গ্রন্থাগারকে প্রচারিত করে— গ্রন্থ সম্পদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আগ্রহ বাড়িয়ে তুলে, সহায়তা করে শিক্ষা প্রসারে। কেননা এ ক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম সম্পদের প্রতি তার ঝোঁক, সেখানে যদি সে সাড়া না পায় তাহলে মন গুটিয়ে যায়।

প্রতিদিনের সাজ-সজ্জার অন্যতম অঙ্গ নতুন বই-এর সুবিন্যস্ত প্রদর্শন। এতে প্রয়োজন না থাকলেও প্রদর্শিত বইগুলো সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দেখবার বা পড়িবার আগ্রহ জন্মায়। স্বল্প আয়তনে কোন বিষয়ে বা বিশেষ কোন লেখকের গ্রন্থাবলীর প্রদর্শনী করা হয়। ইহাতে প্রদর্শিত বিষয়ে ভাল বই অথবা লেখকের কত বই আছে জানতে সুবিধে হয়। সে পাঠক নিরাসক্তভাবে গ্রন্থাগারে ঘোরাফেরা করে বা লজ্জাবশতঃ কোন সাহায্য চাইতে দ্বিধাবোধ করে। অনেক সময় এই প্রদর্শিত বইয়ের ভিতর তাহার চাহিদার সন্ধান পাইতে পারে। নিজের ইচ্ছামত বইটিকে দেখবার, নাড়াচাড়া করবার সুযোগ পেতে পারে এমনকি একটি নতুন বিষয় সম্পর্কে অনুভূত আকর্ষণও অনুভব করে।

সাধারণতঃ নতুন আমদানী বই-এর মলাটগুলো (জ্যাকেট) কোন ফলকে এমনভাবে গুছিয়ে লাগানো হয় যাতে বই-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণীর যে অংশ বইয়ের ভিতরে থাকে সেটি সকলের নজরে পড়ে। ঐ ভূমিকাটুকু থেকে বইটির বিষয়বস্তু এবং লেখক সম্পর্কে পাঠক একটা ধারণা নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি থাকলে আরও ভাল হয়। গোটা সাজানোর মধ্য দিয়ে একটা রুচি ফুটে উঠে। ছোট-বড় নানাবিধ মাপের বুক কেস বা সেলফ, কাঁচের টেবিল, খোলা তাক অথবা ডিসপ্লে বোর্ড এইসবই প্রদর্শনীর কাজে ব্যবহার করা হয়। সাময়িকী এমনিতেই সুবিন্যস্ত রাখা হয়, তারই পাশেই সাময়িকী মূল্যের গ্রন্থাদির ও মলাট প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করা বিধেয়। সমগ্র প্রদর্শনের তারিখ, বিষয়, বইয়ের নাম, লেখকের নাম, গ্রন্থ নাম (কল নাম্বার) এবং কোন বিশেষ মন্তব্য থাকলে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয়। এর ফলে সমগ্র প্রকল্পটির ধারাবাহিক নথি থাকে বলে কখন কোন বই প্রদর্শিত হয়েছিল তা জানবার বা জানার সুবিধে হয়।

কেবলমাত্র বই অথবা পত্র-পত্রিকাই নয়, দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, পত্রাংশ, পত্রিকাদির বিশেষ অংশ, চিত্র, ফটো, মডেল, সারণী— প্রভৃতি সবকিছু সামগ্রীর সমবায়ে প্রদর্শনী। বিষয় তার ভিত্তি। প্রদর্শনী রুচী ও শিল্প বোধ যেন প্রকাশ করে এবং দর্শককে যেন অভিভূত করতে পারে। উপযোগী বা সময়োপযোগী বিষয়কে কেন্দ্র করে আকর্ষণীয় প্রদর্শনীতে পাঠক যেমন আনন্দিত ও অনুগৃহীত হয় তেমনি পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

কেবলমাত্র গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষই প্রদর্শনীর আয়োজন করবে এমন কোন কথা নেই। প্রদর্শনী কক্ষ জনসাধারণের নানাবিধ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকেও ব্যবহার করতে দেয়া উচিত। তার ফলে সকলের সঙ্গে গ্রন্থাগারের যোগসূত্র বাড়ে। সকলের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়।

গ্রন্থাগারের সম্যক ব্যবহার বা গ্রন্থাগারের সেবা ও সাহায্য পুরোপুরিভাবে আদায় করতে হলে পাঠকদের অনেক বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠকরা স্বভাবতঃই গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগার সচেতন। তাদের গ্রন্থ পাঠের সুস্পষ্ট একটা ধারা বা উদ্দেশ্যও থাকে। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠক খুব সক্রিয় নন, তার জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে কোন তথ্য না পাইলেও তিনি সহজে মুখ খুলে সাহায্য চাইতে অগ্রসর হয় না, এসব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক বা তার সহকর্মীদের অযাচিত সাহায্য খুবই উপকারী হয়। পাঠকের মনে গ্রন্থাগার সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ জাগে। রেফারেন্স বইয়ের যথাযথ ব্যবহার ও উপযোগিতা জানিয়ে গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বাড়ানো যায় ও জনসাধারণকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা যায়।

আমাদের দেশে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলো বা শহরাঞ্চলের ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলো অনেক কিছু ব্যাপারে সমস্যায় জর্জরিত। কিন্তু একটি ব্যাপারে তাদের সুবিধা রয়েছে। সেটি হচ্ছে বিশেষ একটি স্বল্প সীমার মধ্যেই তাদের কাজ সীমাবদ্ধ। এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে আন্তরিক যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই যারা গ্রন্থাগারের সদস্য হন তারা জানেন না গ্রন্থাগারটির মধ্যে কি মূল্যবান সম্পদ বা পুস্তকাদি আছে, কিভাবে ইহা ব্যবহার করতে হবে বা কি সেবা সে পেতে পারে। যত বেশী পাঠক গ্রন্থাগারের সম্পদ সম্পর্কে অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়, ততই ভাল— কারণ একজন সন্তুষ্ট ক্রেতাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন এবং এভাবেই গ্রন্থাগারের গণসংযোগ ও আন্দোলনকারীদের দলবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব।